❖ **নাটকের গান বলতে কী বোঝ ? আধুনিক নাটকের গান রচনায় গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা কী ছিল ?**

উঃ পল্লী জীবনের গান বা লোকসঙ্গীতের জন্ম হয়েছে পথে, প্রান্তরে, মাঠে, ঘাটে । সে সঙ্গীতের গায়ক আর শ্রোতার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট । কিন্তু অভিজাত রাগ-রাগিণী এবং সমাজের অভিজাতশ্রেণির ভাষার যে গান তা বড়লোকের বৈঠকখানা ছেড়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার হতে দেরি হয়েছে । এই প্রচার হয়েছে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টি হবার পরে । যাত্রা গায়করা গান গাইতেন । কিন্তু তাঁদের গানের সুর ও ছন্দ অভিজাত শ্রেণির ঐতিহ্যের ভিত্তি ভূমিকেই অবলম্বন করেছিল । কৃষ্ণকমল গোস্বামী যাত্রায় কীর্তন ভাঙা গান প্রবর্তন করেছিলেন ।

পরবর্তীকালে মূল রাগ-রাগিণীর ভিত্তি আরও শিথিল করা হল । এর প্রথম প্রয়োগ হল 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় । সেখানে অভিজাত ও লৌকিকের মিশ্রণ ঘটল । তারপর নাটকের গান অপেক্ষাকৃত সহজ ও আকর্ষণীয় সুরে পরিবেশিত হতে থাকল । একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে আজও যে সব গান বেশি প্রচলিত এবং আকর্ষণীয় তার প্রায় সবই থিয়েটার বা সিনেমার গান । দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান তো বটেই রবীন্দ্রসঙ্গীতও এর ব্যাতিক্রম নয় ।

আধুনিক বাংলা নাটক এবং নাটকের গান রচনায় যিনি বাংলার চলচ্চিত্র-সঙ্গীত জগতকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি হলেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ । প্রথমে অবৈতনিক অভিনেতা রূপে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেছিলেন । পরে তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করেন । নাট্যকার ও অভিনেতা রূপে গিরিশচন্দ্র খ্যাতি অর্জন করেন । প্রকৃতপক্ষে গিরিশচন্দ্র একাধারে রঙ্গমঞ্চ পরিচালক, অভিনেতা, অভিনয় শিক্ষক ও নাট্যকার । তাঁর নাট্যপ্রতিভা এত উন্নত ছিল যে লোকে তাঁকে বাংলার 'গ্যারিক' বলত ।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যাভিনয় ও গানের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তিনি শেক্সপীয়রের আঙ্গিকের আধারে বাংলার যাত্রা স্বভাবতই নাট্য চেতনাকে মুক্তি দান করেছেন । তাঁর নাটকগুলিতে তিনি ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন । তাঁর নাটকে গৈরিশ ছন্দের সংলাপ ও সঙ্গীত বাঙালি জাতির আবেগ উচ্ছ্বাসকে সেদিন বিমল আনন্দের পথে মুক্তিদান করেছে । তাঁর নাটকে একদিকে শেক্সপীয়রোচিত নাট্য সংঘাত অন্য দিকে সঙ্গীতের আবেগ-- এই দুইএর মিলিত রূপ সেদিনের বাঙালিকে মুগ্ধ করেছিল । অমরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত 'গিরিশ নাট্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য' গ্রন্থ তেকে জানা যায় গিরিশচন্দ্র সর্বমোট ১৩৭০টি নাটকের গান রচনা করেছিলেন । এই গানগুলি সবইনাটকের প্রয়োজনে রচিত হয়েছিল ।

❖ **থিয়েটারে সঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদান আলোচনা করো ।**

উঃ 'ওমা কেমন করে পরের ঘরে ছিলে উমা বল মা ভাই ।
কত লোকে কত বলে শুনে ভেবে মরে যাই ।'

১৮৭৭ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'আগমনী' নাটকের অভিনয়ে এক ভিক্ষুক চরিত্রের মুখে এই গানটি গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত শ্রোতারা স্তব্ধ হয়ে শুনলো । এই একটি সঙ্গীতে বাঙালি দর্শকদের হৃদয় জয় করে নিলেন যে নাট্যকার তাঁর নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ । আধুনিক বাংলা নাটক এবং নাটকের গান রচনায় যিনি বাংলার চলচ্চিত্র-সঙ্গীত জগতকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি হলেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ । প্রথমে অবৈতনিক অভিনেতা রূপে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেছিলেন । পরে তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করেন । নাট্যকার ও অভিনেতা রূপে গিরিশচন্দ্র খ্যাতি অর্জন করেন । প্রকৃতপক্ষে গিরিশচন্দ্র একাধারে রঙ্গমঞ্চ পরিচালক, অভিনেতা, অভিনয় শিক্ষক ও নাট্যকার । তাঁর নাট্যপ্রতিভা এত উন্নত ছিল যে লোকে তাঁকে বাংলার 'গ্যারিক' বলত ।

গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির মধ্যে 'ভ্রান্তি' নাটকটিকে গানের খনি বলা যায় । নাটকীয় ঘটনা যত অগ্রসর হয়েছে ততই গান মধুর থেকে মধুরতর হয়ে উঠেছে । 'সাধ করে সে ডাকে আদরে, তারে আদর করি', 'লাল বৃন্দাবন নিধুবন লালি', 'চমকি চমকি রহে বিজুরী', 'এত নয়ন জল ঢালি কই সরস হয় কলি' ইত্যাদি মোট ১৩টি গান এই নাটকে সন্নিবেশিত হয়েছে । নাটকে ভাব প্রকাশের জন্য তিনি সঙ্গীতের অবতারণা তো করেছেনই, তত্ত্ব কথাও তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন । তাঁর 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে দেববালাদের গান 'আমার এ সাধের বীণ' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ।

'বিল্বমঙ্গল' নাটকে গিরিশচন্দ্র যে গানগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি সঙ্গীত জগতে স্থায়ী আসন লাভ করেছে । 'ছাড়ি যদি দাগাবাজি কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি', 'আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব', 'সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী' ইত্যাদি গান ভক্তিরসা ও প্রেমরস সমৃদ্ধ । তাঁর 'রূপ সনাতন'-এর সঙ্গীত বিভাগ কম আকর্ষণীয় নয় । তবে তাঁর 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকের সঙ্গীতে নতুন নতুন ভাবের ইঙ্গিত রয়েছে । তাঁর 'নসীরাম' নাটকের সঙ্গীত একদিকে যেমন অপূর্ব শ্যামাসঙ্গীত অন্যদিকে তেমনি মধুরপ্রণয় সঙ্গীত । গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকখানি সঙ্গীত সম্পদে সমৃদ্ধ । এর প্রতেকটি গান নির্যাতিত বাঙালি বধূর মর্মস্থল নিংড়িয়ে রসসিক্ত করা হয়েছে । এছাড়াও 'হরগৌরী' নাটকে অনেকগুলি আগমনী গান আছে ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শুধু একশ্রেণির সঙ্গীতে নয়, বিভিন্ন শ্রেণির সঙ্গীত সম্ভারে গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকাবলী সজ্জিত করেছিলেন । নাটকের প্রয়োজনেই গিরিশচন্দ্র গান রচনা করেন । গীতিবহুল যাত্রার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সে যুগে নাটকে অনেক গান সন্নিবেশিত করতে হত । নাটকের বিষয় অনুযায়ী প্রেম, ভক্তি, বীর রসাত্মক প্রভৃতি গান তো তাঁকে লিখতেই হয়েছেই, উপরন্তু নাটকের প্রয়োজনেই তিনি তাঁর পাঁচমিশালী রং তামাসার জন্য হাসি এবং ব্যঙ্গাত্মক গানও রচনা করেছেন । এই গানগুলি স্বভাবতই চটুল, তবে বেশ উপভোগ্য । গিরিশচন্দ্র এমনকি নাটকের জন্য হিন্দি এবং পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় গানও লিখেছেন ।